প্রথম আলো
তারিখ ২৬ MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও পরীক্ষা দিতে বাধা

বিশেষ প্রতিনিধি

হাইকোর্ট পরীক্ষা নিতে নির্দেশ দিলেও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার হলে ঢুকতে বাধা দিয়েছে। তবে অনেক অনুরোধের পর তাঁকে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়. ততক্ষণে প্রায় এক ঘণ্টা পার হয়ে যায়।

এই শিক্ষার্থীর নাম মুন্সী মো. মিসবাহ্ উদ্দিন। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল (সিএসই) বিভাগের শিক্ষার্থী এবং *প্রথম আলোর* বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি।

মিসবাহ্ উদ্দিনের আইনজীবী জহুরুল ইসলাম মুকুল *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ধরনের আচরণ আদালত অবমাননার শামিল।

প্রত্যক্ষদর্শী, ওই শিক্ষার্থী এবং তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ২৬ এপ্রিল মিসবাহ্ তাঁর চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে তাঁকে ভর্তি করেনি। তাঁর সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা খুব কাছাকাছি চলে এলে ২১ মে তিনি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। হাইকোর্ট ২৪ মে এক আদেশে তাঁর স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া ও পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে এই আদেশ কার্যকর করার জন্য আদালত আদেশ দেন। ওই দিনই হাইকোর্টের আদেশের আইনজীবী সনদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন মিসবাহ্। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর সেটি গ্রহণ করে।

কিন্তু গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার কিছু আগে মিসবাহ্ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে গেলে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

পরীক্ষা দিতে বাধা

শেষ পৃষ্ঠার পর

তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এ সময় সিএসই বিভাগের প্রধান মো. শহীদুর রহমান জানান, রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে তাঁর ভর্তির বিষয়টি সম্পন্ন না হওয়ার কথা জানানো হয়েছে। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি ওই ছাত্রের পরীক্ষা নিতে পারছেন না।

এরপর *প্রথম আলোর* ঢাকা কার্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মো. ইলিয়াস উদ্দিন বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার দপ্তরকে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও আচার্য তাঁকে নিয়োগ দেননি বিধায় রুটিন দায়িত্ব ছাড়া তিনি নীতিনির্ধারণী বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না বলে জানান। হাইকোর্টের নির্দেশ পালন করা রুটিন দায়িত্বের অংশ, এ কথা বলার পর উপাচার্য বলেন, রেজিস্ট্রার দপ্তরের সঙ্গে তিনি বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন।

এর কিছুক্ষণ পর মিসবাহ্‌কে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ততক্ষণে প্রায় এক ঘণ্টা পার হয়ে যায়। মিসবাহ্ জানান, এ রকম মানসিক অস্থিরতার মধ্যে তিনি সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষাই দিতে পারেননি। বিষয়টি জানিয়ে তিনি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কাছে চিঠি দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে নীতিমালা লঙ্ঘনের বিষয়ে *প্রথম আলোতে* একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের ২২ এপ্রিল। ওই দিনই কোনো রকম কারণ দর্শানো ছাড়াই তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। এর বিরুদ্ধে রিট করা হলে ২০১৩ সালের ১২ জুন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ বহিষ্কার আদেশ স্থগিত করে রুল জারি করেন। এরপর হাইকোর্টের আদেশেই তাঁর শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।